পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত

মৌলবী মোহাম্মাদ

[১৯৬২ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে রাবওয়ার
সালানা জলসায় পঠিত।]

পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত

বাংলা দেশের পূর্বাংশ যাহা ১৭টি জিলা লইয়া গঠিত, ১৯৪৭ ইসাব্দ সনে দেশ বিভাগের পর হইতে পূর্ব পাকিস্তান নামে আখ্যায়িত হইয়াছে। ১৯০৫ ইসাব্দেও বাংলা দেশ আর একবার বিভক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিভাগ বঙ্গবাসীর বিশেষ মনোবেদনার কারণ হইয়াছিল এবং বিভাগ প্রতিরোধ করিবার জন্য বহু আন্দোলন ও চেষ্টা চরিত্র করিয়া অবশেষে দেশবাসী নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

১৯০৬ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) সর্বজ্ঞ ও মহান সংবাদদাতা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া পৃথিবীকে জানাইলেন, "বাংলা সম্বন্ধে প্রথমে যে আদেশ জারি করা হইয়াছিল তদ্বিপরীত এখন তাহাদের মনস্তুষ্টি করা হইবে।" [ইলহাম-হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)]।

তদনুযায়ী ঐ বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী এই ভাবে পূর্ণ হইল যে, ১৯১১ সনে যখন সম্রাট ৫ম জর্জ ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন ঐ আদেশ রহিত করিলেন।

এই দেশ সুজলা, সুফলা ও শস্য-শ্যামলা। এ দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আবহাওয়ার দরুণ এখানকার অধিবাসীগণ অতিশয় নম্র এবং তাহাদের মধ্যে সত্যান্বেষণের স্পৃহা ও ধর্মভাব খুব প্রবল। এই

সকল কারণে এ দেশে ধর্মীয় আন্দোলন সদা অতি সহজে সফলতা লাভ করিয়াছে।

সুতরাং ইসলামের প্রাণ-কেন্দ্র হইতে অতি দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম যুগে যখন ইসলামের বাণী এখানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন অনায়াসেই অত্র দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি লাভ করিল এবং অচিরে এ দেশ মুসলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ হইল।

অনুরূপভাবে ইসলামের দ্বিতীয় উত্থানের সময় আহ্‌মদীয়াত তথা সত্য ইসলামের সংবাদ পাইয়া বহু সংখ্যক লোক উহাতে সাড়া দিল। সত্যকে গ্রহণ করার জন্য ইহা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতির পরিচায়ক। ভাষার প্রভেদ, কেন্দ্র হইতে দূরত্বের বাধা এবং আহ্‌মদী সাহিত্য সম্বন্ধে পরিমিত জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও মানুষ উত্তরোত্তর আহ্‌মদীয়াতের দিকে আকৃষ্ট হইয়া চলিতেছে। আমার পরবর্তী বক্তব্য হইতে ইহা প্রমাণিত হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াত

মসীহ ও মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনের সংবাদ ১৯০৩ ইসাব্দে ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসি উকিল মুনসী মোহাম্মদ দৌলত খাঁ সাহেব পান। তিনি লাহোরের হাকিম হযরত মোহাম্মদ হোসেন কোরাইশী সাহেব আবিষ্কৃত মুফার্‌রাহে আম্বরী নামক এক কৌটা টনিক লাহোর হইতে পার্শেল যোগে আনাইয়াছিলেন। হযরত কোরাইশী সাহেব মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা ও দাবী সম্বন্ধে কতকগুলি ইস্তেহারও উক্ত টনিকের সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। জনাব উকিল সাহেব ঐ সমস্ত ইস্তেহার যাচাই করিবার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং কাজী মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবকে দেন। এইগুলি

পাঠ করিয়া মৌলানা সাহেব বিশেষ আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং উহার সত্যতা যাচাই করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ১৯০৩ ইসাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১২ ইসাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বৎসর কাল অনুসন্ধান কার্য চালান। এই সময়ের মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর সহিত তিনি পত্রাদির আদান প্রদান করিতে থাকেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর বারাহীনে আহ্‌মদীয়া ৫ম ভাগে প্রকাশ করেন।

হযরত আকদাস তাঁহাকে কাদিয়ানে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে ইহাও জানান যে, তাঁহার যাতায়াতের উভয় দিকের খরচও তিনি বহন করিবেন। তিনি তাঁহাকে আরও জানান যে, কাদিয়ানে যাওয়ার পর যদি তিনি সন্তুষ্ট না হন এবং তাঁহার দাবী সম্বন্ধে প্রতীতি না হয়, তথাপি তাঁহার যাতায়াতের জন্য তিনি যে ব্যয় ভার বহন করিবেন তাহাতে তিনি দুঃখিত হইবেন না। এই খরচ বহন করিবার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া হুজুর জানান যে, যদিও তাঁহার লেখা বিরুদ্ধভাবাপন্ন তবুও তিনি তাহার মধ্য হইতে সততা ও সাধুতার গন্ধ পাইতেছেন। অতএব এইরূপ সৎ লোকের জন্য কিছু ব্যায় করিলে তাহাতে পুন্যই হইবে।

ঐ সময়ে চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানাধীন বটতলি গ্রামের জনাব ওয়ারাসাতুল্লা সাহেবের পুত্র জনাব আহ্‌মদ কবীর নুর মোহাম্মাদ সাহেব (রাজিঃ) চাকুরী উপলক্ষে লোয়ার বার্মায় শুজানে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, পাঞ্জাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার পরে তিনি যখন স্বাস্থোন্নতির জন্য বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ইউ. পি. ইত্যাদি সফর করেন, তখন দিল্লী পৌঁছিয়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এমন কতকগুলি কথা শুনিলেন, যে জন্য কাদিয়ানে যাইয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার বাসনা তাঁহার

হৃদয়ে প্রবলভাবে জাগিল। তদনুযায়ী সন্দেহ ভঞ্জনের উদ্দেশ্যে তিনি কাদিয়ান দারুল আমানে যাইয়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করিলেন। ইহা ১৯০৪-০৫ সালের কথা।

সব কিছু স্বচক্ষে দেখা ও আলাপ আলোচনার পর তাঁহার নিকট প্রকৃত তথ্য এবং সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং হযরত আকদাসের হাতে তিনি বয়েত গ্রহণ করিয়া নিজ বাড়ী চট্টগ্রাম ফিরিয়া আপন ভোলা হইয়া দিবারাত্রি আহ্‌মদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। ইহার ফলে তাঁহাকে মৌলবীদের ভীষণ বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইল।

দোয়ার জন্য হযরত নুর মোহাম্মদ সাহেব (রাজিঃ) নিজ প্রচার তৎপরতার রিপোর্ট হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর খেদমতে নিয়মিত পাঠাইতেন। তাঁহার কোন কোন রিপোর্ট কাদিয়ানের "বদর" পত্রিকায় ছাপা হইত। উক্ত পত্রিকার ১৯০৭ সনের সংখ্যা সমূহে এই সকল রিপোর্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে। মৌলবীদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের জন্য মামলা মোকদ্দমা আরম্ভ হইল, কিন্তু মোকদ্দমার খরচ বহন করিবার সামর্থ তাঁহার না থাকায় আর্থিক সাহায্য লাভের জন্য তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাইতেন এবং মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, মৌলানা সাহেব আহ্‌মদীয়াতের প্রতি স্বদিচ্ছা রাখেন। এ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক জন আহ্‌মদীও ছিলেন না।

হযরত নূর মোহাম্মদ সাহেব (রাজিঃ) "ওফাতে মসীহ্ মারুফ বা জুলফিকারে আলি" নামে একখানা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। উহা কলিকাতায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়াতের আলো বিকাশের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা

প্রচার ও প্রসারের কাজ সর্ব প্রথম তাঁহার দ্বারাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া চট্টগ্রামে তিনি যথেষ্ট তবলীগ করিয়াছিলেন এবং কয়েকটি মোনাজেরাও করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সন জানা নাই। তিনি নিজ গ্রাম বটতলিতে সমাধিস্থ আছেন।

তৎকালে ময়মনসিংহ জিলার জনাব রইসুদ্দিন খাঁ সাহেব (রাঃ) বর্মা দেশের ইরাবতি নদীর নিকটস্থ মাণ্ডই নামক স্থানে পোষ্ট মাষ্টারের চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন।

উর্দু পুস্তক ও পত্রিকা পড়িবার তাঁহার খুব বেশী আগ্রহ ছিল। বিরোধীয় পক্ষের কোন পত্রিকা পড়িয়া তিনি সর্ব প্রথম মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে জানিতে পারিলেন।

ঠিক এমনি সময়ে এক দিন দুই জন পাঞ্জাবী বন্ধু এক মসজিদে জুমার নামাজের পর তাঁহাকে আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম পৌঁছান। কিন্তু অন্যান্য সকলে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদিগকে মসজীদ হইতে বাহির করিয়া দেন। সেই দিনই উক্ত দুই বন্ধু খাঁ সাহেবের বাসস্থানে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন। খাঁ সাহেব তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে আদর যত্ন করিলেন। তাঁহারা খাঁ সাহেবকে আহ্‌মদীয়াতের তবলীগ করিলেন এবং যাইবার সময় 'আসলে মোসাফ্‌ফা' নামক এক খানা বই দিয়া গেলেন। এই বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আহ্‌মদীয়াতের সত্যতা তাঁহার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি বয়েত গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে তিনি কাদিয়ানে যাইয়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র হস্তে ১৯০৬ সালে বায়েত গ্রহণের মহা-পুণ্য অর্জন করিয়া তথায় ১৫ দিন অবস্থান করেন।

তিনি বলিয়াছেন কাদিয়ানের নিকটবর্তী কতকটা জায়গা ঘোড়ায় চড়িয়া তাঁহাকে পানি পার হইতে হয় এবং তাহাতে কাপড় কিছু পরিমাণ

ভিজিয়া যায়। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে তিনি সহৃদয় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার কোথাও আঘাত লাগে নাই তো?" হযরত আকদাস (আঃ)-এর সহানুভূতি ভরা কণ্ঠের প্রশ্ন তাঁহার অন্তরে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

যাঁহারা খাঁ সাহেব (রাজিঃ)-কে দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে এবং তিনি তাঁহাকে কি ভাবে দেখিয়াছিলেন প্রশ্ন করিলে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত এবং স্বর কাঁপিয়া যাইত। মনে হইত তিনি যেন কোন মূল্যবান হীরক খণ্ড হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

তাঁহার তবলীগের ধারা এক বিশেষ প্রকারের ছিল। তিনি বলিতেন যে তবলীগের কাজে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া দরকার। "Slowly, Slowly catching the monkey"। তিনি নিজ স্ত্রীকে দৈনিক বদর পত্রিকা পড়িয়া শুনাইতেন। আবার কখনও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে উহা পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং ইহাই ছিল তাঁহার তবলীগের ধারা। খাঁ সাহেবের বয়েত গ্রহণের এক বৎসর পরে তাঁহার স্ত্রী হযরত মসীহ্ মাউদ (আঃ)-কে তাঁহার জীবনের প্রথম অবস্থার পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন এবং পত্র দ্বারা তিনিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর নিকট বয়েত গ্রহণ করিলেন। ইহার ৮ মাস পরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এন্তেকাল করেন।

হযরত রইসুদ্দিন খাঁ সাহেব (রাজিঃ)-এর দ্বারা তাঁহার গ্রামের ও তাঁহার পার্শ্ববর্তী এলাকার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কয়েকজন আহ্‌মদীয়াতে দাখেল হইয়াছিলেন। ১৯২১ সনের আগষ্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে তিনি এন্তেকাল করেন। তিনি নিজ গ্রাম নাগের গাঁ-এ সমাধিস্থ আছেন।

১৯০৮ সনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকার জনসাধারণ একখানা বিজ্ঞাপন

দ্বারা সমস্ত আলেমদিগকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঈদগাহের মাঠে কোন নির্দিষ্ট তারিখে একত্রিত হইয়া এই কথার মীমাংসা করিবার জন্য দাওয়াত করিলেন যে, মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব যে ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন এবং যে দিকে তিনি কিছু পরিমাণ ঝুঁকিয়াও পড়িয়াছেন, তিনি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী।

এই উপলক্ষে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া অ-আহ্‌মদীগণ কলিকাতা হইতে মৌলবী আবদুল ওয়াহাব বিহারী এবং আর একজন বড় মৌলবীকে আনিলেন। কিন্তু সভায় নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিতে কেহ সাহস করিলেন না।

মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের অকাট্য যুক্তি প্রমাণ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া অ-আহ্‌মদী আলেমগণ ঘাবরাইয়া পড়িলেন এবং পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু জনসাধারণের উত্তেজনা ও উদ্দীপনা দেখিয়া পলাইবার সাহস তাঁহাদের হইল না। তাঁহারা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সভাস্থলে বসিয়া রহিলেন।

আলেমদের শোচনীয় পরাজয় দেখিয়া জনসাধারণের হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে সভা ছত্র ভঙ্গ হইয়া গেল। এই ঘটনার পরও মৌলানা সাহেব নিজের অনুসন্ধান জারী রাখেন।

ইত্যবসরে বগুড়ার মৌলবী মোবারক আলী সাহেব "রিভিউ অব রিলিজান্সে" আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম পাইলেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর মৃত্যুর পর হযরত খলিফা আউওল (রজিঃ)-এর খেলাফতের প্রাথমিক অবস্থায় তাঁহার হস্তে বায়েত গ্রহণ করিয়া সিলসিলায় দাখেল হইলেন।

অন্য দিকে মুরশিদাবাদ জিলার শাহ্‌পুর মৌজার ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব সৈয়দ আবদুল খালেক সাহেব ১৯০৮ সনে খলিফা আউওল (রাজিঃ)-এর নিকট বায়েত গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট তাঁহার ভাগিনা

মুর্শিদাবাদ জিলার ভরতপুর গ্রাম নিবাসি হাফেজ তৈয়বুল্লাহ্ সাহেব আহ্‌মদীয়াতের তবলীগ প্রাপ্ত হন এবং অনুসন্ধানের পর ১৯১৪ সনে প্রথম খলিফার হস্তে বয়েত গ্রহণ করিয়া সিলসিলাভুক্ত হন। তিনি তবলীগের কাজে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। খোদার ফজলে তাঁহার প্রচেষ্টায় ভরতপুর, ইব্রাহীমপুর এবং কৃষ্ণনগর [নদীয়া] প্রভৃতি স্থানে জামাত স্থাপিত হয়। ১৯২১ সনে তিনি প্রথম কাদিয়ানে যান। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দ্বিতীয় বার আমার সঙ্গে কাদিয়ানে যান এবং ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে এন্তেকাল করেন এবং বেহেশতী মোকবেরায় সমাধিস্থ হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস আনায়নকারীকে সমস্ত পৃথিবীর বিরোধিতা মাথায় তুলিয়া লইতে হয় এবং নূতন জীবনের অভিষেক লাভ করিতে নিজের উপর এক মৃত্যু ডাকিয়া আনিতে হয় দেখিয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন, "বাবা, আহ্‌মদী হওয়া নয় গো, জহর খাওয়া।"

১৯১২ সনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকার জনসাধারণ মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাবেবের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহকে ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্য উক্ত মৌলানা সাহেবকে এবং তাঁহার সঙ্গে আরও ৩ জনকে যথা চৌধুরী এমদাদ আলী সাহেব, মুনসি ধানু মিয়া সাহেব ও দেলওয়ার আলি সাহেবকে সকলে মিলিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কাদিয়ান পাঠাইলেন। জনাব মৌলানা সাহেব সফরকালীন হিন্দুস্থানের বিভিন্ন শহরে যথা, লাক্ষ্ণৌ, বেরেলী, শাহজাহানপুর এবং দিল্লী প্রভৃতি স্থানের শীর্ষ স্থানীয় আলেম যেমন মৌঃ শিবলী নোমানি, মৌঃ আবদুল্লাহ্, মৌঃ আহমদ রেজা খাঁ বেরেলভী, মৌঃ সানাউল্লা এবং মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবদের সহিত বিরোধীয় বিষয়সমুহের ব্যাপারে মত বিনিময় করিয়া তাঁহাদিগকে প্রতি বিষয়েই নিরুত্তর করিলেন এবং এক বিজয়ী আলেমের বেশে খোদার ফজলে কাদিয়ানে পৌঁছিলেন।

বন্ধুগণ। মৌলানা সাহেবের শিক্ষামূলক এবং অভিজ্ঞতাপূর্ণ সফরের আকর্ষণীয় ইতিবৃত্ত মৌলানা সাহেবের স্বরচিত 'জাজ্‌বাতুল হক" নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। কাদিয়ানে দুই সপ্তাহ অবস্থান করিয়া ১৯১২ সনের ৯লা নভেম্বর তারিখে জুমার নামাজের পরে তিনি হযরত খলিফা আউওল (রাজিঃ)-এর পবিত্র হস্তে ৩ জন সঙ্গীসহ বয়েত করিয়া সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত হইলেন। দেলওয়ার আলী সাহেব বিদ্যা শিক্ষার্থে কাদিয়ানে থাকিয়া গেলেন। অপর দুই জন বন্ধু সহ মৌলানা সাহেব ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত খলিফা আউওল (রাজিঃ) মৌলানা সাহেবকে নিজ হাতে বয়েত গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। মৌলানা সাহেবের মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ অনুমতিকে হযরত দ্বিতীয় খলিফা (রাজিঃ)-ও বলবৎ রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় দীর্ঘ-কাল পর্যন্ত আহ্‌মদীয়তের যে অনুসন্ধানী তবলীগ চলিয়া আসিতেছিল, মৌলানা সাহেব ও তাঁহার সঙ্গীগণের ফিরিয়া আসিবার পর উহা সত্য প্রচারের প্রত্যক্ষ এবং প্রকাশ্য রূপ ধারণ করিল। এক দিকে জনসাধারণ গোলযোগের সৃষ্টি করিতে লাগিল এবং অপর দিকে তবলীগের কাজও জোরদারভাবে আরম্ভ হইয়া গেল।

আমি মৌলানা সাহেবের নিজ হাতে তৈয়ারী রেজিষ্টার দেখিয়াছি। উহা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব সৈয়দ সায়ীদ আহ্‌মদ সাহেবের নিকট রক্ষিত আছে। ১৯১২ হইতে ১৯২৩ সন পর্যন্ত তাঁহার হস্তে যাঁহারা বয়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা ১০১৬ জন। ইহার পরেও তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার হাতে অনেকে বয়েত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অসুস্থতা হেতু তিনি তাঁহাদের নাম রেকর্ড করিতে পারেন নাই।

১৯২৬ সনের মার্চ মাসে তিনি এন্তেকাল করেন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌলবী পাড়ায় তাঁহার ওয়াক্‌ফ কৃত মসজিদুল মাহ্‌দী প্রাঙ্গণে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

১৯১৩ সনের নভেম্বর মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকার খড়মপুর গ্রামের ১৩/১৪ বৎসর বয়স্ক কিশোর গোলাম মৌলা খাদেম তখন নবম শ্রেণীতে পড়িতেন। তিনি মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব এবং মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের নিকট মৌখিক আহ্‌মদী-য়াতের কথা শুনিয়া ইমানের অনুরাগে চঞ্চল হইয়া পড়িলেন এবং বাড়ীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া খোদাতায়ালার সাহায্য ও সহায়তায় কাদিয়ান গিয়া উপস্থিত হন। হযরত খলিফা আউওল (রাজিঃ)-এর হস্তে বয়াত গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয়। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর এবং তাঁহার এইভাবে আহ্‌মদীয়াত গ্রহণের ফলে চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল এবং তাঁহার পরিবারের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার কয়েকজন উল্লেখযোগ্য যুবক ও সুপরিচিত ব্যক্তি বয়াত গ্রহণ করেন, যথা ঃ গোলাম হোসেন খাঁ সাহেব, জয়নুল হোসেন খাঁ সাহেব, চৌধুরী মুজাফ্‌ফরুদ্দিন সাহেব, দৌলত আহ্‌মদ খাঁ খাদিম সাহেব, গোলাম সামদানী খাদিম সাহেব, জনাব সুফী মতিউর রহমান সাহেব এবং মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব।

এই সমস্ত বন্ধুগণ পরবর্তীকালে সিলসিলার বহু খেদমত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম জনাব সুফী মতিউর রহমান সাহেব সিলসিলার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া কাদিয়ান চলিয়া যান এবং আহ্‌মদীয়াতের প্রচারকরূপে আমেরিকা যাইয়া সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর যাবত তথায় ইসলাম প্রচার করেন। অতঃপর তিনি রিভিউ অব রিলিজিয়ায্‌সের আজীবন সম্পাদক ছিলেন। অনুরূপভাবে তাঁহার অগ্রজ মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেবও নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া সুদীর্ঘকাল যাবত সেলসেলার

মোবাল্লেগ ও মুরুব্বি হিসাবে দাওয়াত ও তবলীগের প্রশংসনীয় সেবা করেন।*

১৯১৩ সনের মার্চ মাসে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ আউওল (রাজিঃ) সিলসিলার কয়েকজন বুজুর্গের এক ওয়াফ্‌দ বাংলা দেশে পাঠাইয়াছিলেন। হযরত মৌলানা সৈয়দ সারওয়ার শাহ সাহেব (রাজিঃ) ঐ ওয়াফ্‌দের আমীর ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে হযরত মৌলানা গোলাম রসুল সাহেব রাজেকী, মীর কাশেম আলী সাহেব, সম্পাদক 'আল হক, দিল্লী' 'আলফারুক, কাদিয়ান', মৌলবী আবু ইউসুফ সাহেব এবং মৌলবী মোবারক আলী সাহেব শিয়ালকোটি (রাজিঃ) ছিলেন। এইটিই ছিল প্রথম প্রতিনিধি দল, যাহা কাদিয়ান হইতে বাংলা দেশে প্রেরিত হইয়াছিল।

তখন বগুড়ার মৌলবী মোবারক আলী সাহেব চট্টগ্রাম হাই স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। দীনী এলেম শিক্ষার জন্য দীর্ঘ দিনের অবকাশ লইয়া তিনি ১৯১৩ সনের ডিসেম্বর মাসে কাদিয়ানে যান।

১৯১৪ ইসাব্দের মার্চ মাসে হযরত প্রথম খলিফা (রাজিঃ)-এর ওফাতের সময় মৌলবী মোবারক আলী সাহেব কাদিয়ানেই উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি দ্বিতীয় খলিফার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কাদিয়ানের স্থানীয় এবং বহির্দেশ হইতে আগত শতকরা ৯৫ জন সদস্য একমত হইয়া হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ)-কে নির্বাচিত করিয়াছিলেন। খলিফা নির্বাচিত হইবার পর যেমন তাঁহাকে খিলাফত বিরোধীদের কর্মতৎপরতা প্রতিরোধ করিতে হইল, তেমনি তিনি তবলীগের দিকেও বিশেষভাবে

---

* তিনি ১৯৬৪ সনের ৬ই মার্চ তারিখে নারায়ণগঞ্জে এন্তেকাল করেন এবং রাবওয়ার বেহেস্তী মোকবেরায় সমাধীস্থ হন।

মনোযোগী হইলেন। বিশেষ করিয়া বহির্বিশ্বে যথা মরিশাস ইত্যাদি স্থানেও প্রচারক পাঠাইলেন। ঐ সময় বাংলা দেশে প্রচারের জন্য কলিকাতাতে তিনি প্রচারক পাঠান।

বাংলা হইতে বয়েত গ্রহণের জন্য হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ) হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রাজিঃ)-কে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাঠান। তিনি তথায় যাইয়া বয়েত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং স্থানীয় আহ্‌মদীদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তথায় জামাতের নিজামও স্থাপন করিলেন।

বাংলায় আহ্‌মদীয়া জামাতের ইহাই প্রথম আঞ্জুমান ছিল। হযরত মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ইহার প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং আমীর ছিলেন। এই আঞ্জুমানের নাম রাখা হয় ডিষ্ট্রিক্ট আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। তখন কোন বাজেট ছিল না। প্রতি শুক্রবারে বন্ধুগণ বাক্সে যাহা দিতেন মাসের শেষে ঐ আদায়কৃত টাকা কেন্দ্রে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। প্রথম বৎসরে ৭৫৲ টাকা কাদিয়ানে কেন্দ্রীয় সিলসিলায় জমা দেওয়া হইয়াছিল। এখন আল্লাহ্‌তায়ার অনুগ্রহে কেবল পূর্ব পাকিস্তানের জামাতগুলি হইতে বাৎসরিক ৭৫০০০৲ টাকা চাঁদা সদরে যায়। উক্ত বৎসরেই মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের নিকট তবলীগ পাইয়া তাঁহার পিতা ও ভাই কাদিয়ানে যাইয়া বায়েত গ্রহণ করেন। মৌলবী সাহেবও ঐ বৎসর পুনরায় কাদিয়ানে যান। তাঁহার অনুরোধে হযরত খালিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ) বাংলায় তবলীগের জন্য তাঁহার সঙ্গে হযরত মৌলানা হাফিজ রৌশান আলী সাহেব (রাজিঃ)-কে এখানে পাঠান। হযরত হাফেজ সাহেব আসাকালীন রাস্তায় পাটনা ও মুঙ্গেরে আহ্‌মদীয়া জামাতে অবস্থান করেন।

এখানে হযরত হাফেজ সাহেবের একটি শিক্ষামূলক ঘটনার উল্লেখ করা জরুরী মনে করি। মুঙ্গেরে অবস্থান কালে এক বিশিষ্ট আহ্‌মদী

বন্ধুর মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে তিনি ১৲ টাকা উপহার দেন। মুঙ্গের হইতে বিদায় গ্রহণের সময় আহ্‌মদী বন্ধুগণ হাফেজ সাহেবকে নজরানাস্বরূপ ১০৲ টাকা দেন।

সফরকালে জনাব হাফেজ সাহেব (রাজিঃ) জনাব মৌলবী সাহেবকে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন, "আপনাকে মারাফাতের একটি তত্ত্ব বলিতেছি। আপনি যখন কোন অভাবে পড়িবেন তখন খোদার নামে কিছু সদকা দিবেন। আল্লাহ্‌তালা ওয়াদা করিয়াছেন, কেহ কিছু দান করিলে তিনি তাহার দশ গুণ দিবেন। আমি যখন কাদিয়ান হইতে রওয়ানা হই, তখন আমার নিকট আমার নিজস্ব মাত্র একটি টাকা ছিল। আমার জামার জন্য কাপড় খরিদ করিবার বিশেষ দরকার ছিল। কিন্তু আর্থিক অভাবের জন্য জামা খরিদ করিতে পারিতেছিলাম না। আমার বন্ধুর মেয়েকে যে ১৲ টাকা দিয়াছি, তাহা ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী দিয়াছি এবং তাহার বিনিময়ে খোদা আমাকে ১০ গুণ দিয়াছেন। এখন কলিকাতায় যাইয়া সুবিধা মত নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিতে পারিব।"

অতঃপর কলিকাতা হইয়া তিনি বগুড়া যান এবং বগুড়া হইতে দিগদাইর, ময়মনসিংহ, ঢাকা এবং বরিশাল যান। এই সমস্ত স্থানে তিনি মসজিদে, পাবলিক হলে এবং লোকের বাড়ীতে মত বিনিময় করিয়া এবং সভা সমিতির মাধ্যমে বিস্তৃত ভাবে তবলীগ করেন। প্রত্যেক স্থানে ও প্রত্যেক ক্ষেত্রে হযরত হাফেজ সাহেবের জ্ঞান গরিমা ও যোগ্যতার প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। কাদিয়ানে ফিরিবার পথে কলিকাতায় মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেব ২।৪ কথার অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই তবলীগী সফরে মৌলবী মোবারক আলী সাহেব হযরত হাফেজ সাহেবের সঙ্গে ছিলেন।

ঐ সময় জনাব খান বাহাদুর চৌধুরী আবুল হাশেম খাঁ সাহেব, ডিভিশানাল স্কুল ইন্সপেক্টর হিসাবে বরিশালে অবস্থান করিতেছিলেন। তখনও তিনি আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করেন নাই। হযরত হাফেজ সাহেবের আগমন সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য তিনি জনাব মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের নিকট টেলিগ্রাম ও পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তদনুযায়ী হযরত হাফেজ সাহেব বরিশালে যান। হযরত হাফেজ সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণে চৌধুরী সাহেব বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং সেই বৎসরেই কাদিয়ান যাইতে মনস্থ করিলেন। তদনুযায়ী ঐ যাত্রাতেই হযরত হাফেজ সাহেব ও মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের সহিত তিনি সফরে শরীক হইয়া কলিকাতা হইয়া কাদিয়ান যান। কাদিয়ানের বার্ষিক জলসায় যোগদানের পর হজুর (রাজিঃ)-এর পবিত্র হস্তে তিনি বয়াত গ্রহণ করিয়া আহ্‌মদীয়াতে দাখেল হন। তখন জনাব মোবারক আলী সাহেব এবং জনাব চৌধুরী সাহেবকে উদ্দেশ্য করিয়া হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ) বলিয়াছিলেন, "কোন সময় যদি আপনারা আপনাদের কোন আহ্‌মদী বন্ধু বা আত্মীয়কে দুর্বল হইতে দেখেন, তবে কিছুদিন তাহার নিকট যাইয়া অবস্থান করিবেন। দেখিবেন ইহার ফলে তাহার দুর্বলতা দূর হইয়াছে।" জনাব মোবারক আলী সাহেব বলিয়াছেন যে হুজুরের নির্দেশিত ব্যবস্থাপত্র সকল সময় ফলপ্রদ হইয়াছে। জলসার শেষে জনাব চৌধুরী সাহেবের অনুরোধ অনুযায়ী বাংলায় তবলীগের জন্য হযরত খলিফা সানি (রাজিঃ) জনাব হাকিম খলীল আহ্‌মদ সাহেব মুঙ্গেরীকে তাঁহার সঙ্গে পাঠান। জনাব চৌধুরী সাহেব যখনই ভ্রমণে বাহির হইতেন, তখন জনাব হাকিম সাহেবকে তবলীগের জন্য সঙ্গে লইতেন এবং বিভিন্ন স্থানে তাঁহাকে দিয়া তবলীগ করাইতেন।

১৯১৪ সন হইতে বাংলা ভাষায় ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে আহ্‌মদীয়া সাহিত্য প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। 'আল-বুশরা' নামে একখানা

ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু ৪ সংখ্যা বাহির হইবার পর পত্রিকা খানা বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর ১৯২৫ সন হইতে বাংলা ভাষায় মাসিক আহ্‌মদী পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে এবং কিছুকাল পরে পাক্ষিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। খোদার ফজলে আজ পর্যন্ত এই পত্রিকা পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হইতেছে।

এই সময়ে ডিপুটি মেজিষ্ট্রেট মৌলবী হোসামউদ্দিন হায়দার সাহেব, যিনি মৌলবী মোবারক আলী সাহেব এবং চৌধুরী আবুল হাশেম খাঁ চৌধুরী সাহেবের বন্ধু ছিলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লেখা ইসলামী ওসুল কি ফিলসফি পুস্তক পাঠ করিয়া বয়েত গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সিলসিলার একজন বিশেষ সেবক রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।*

১৯১৫ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত জনাব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব কাদিয়ানে ছিলেন। এই সময়ে তিনি কোরআন শরীফের ইংরাজী অনুবাদ বোর্ডে কাজ করেন। কাদিয়ান হইতে আসিয়া তিনি মুঙ্গেরী সাহেবকে বরিশাল হইতে চট্টগ্রাম আনিয়া বিশেষ তৎপরতার সহিত তাঁহাকে তবলীগের কাজে লাগান। চট্টগ্রাম মাদ্রাসার সুপারিণ্টেডেণ্ট শামসুল উলেমা জনাব কামাল উদ্দিন সাহেব, যিনি পরে চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপাল এবং তৎপরে চট্টগ্রাম বিভাগীয় ইন্সপেক্টর হইয়াছিলেন, তিনি আহ্‌মদীয়াতের বিশেষ প্রশংসাকারী ছিলেন। তিনি তবলীগের জন্য সাহায্য করিতেন এবং সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করিয়া সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করাইতেন ও জামাতের বাহিরের বন্ধুগণকে সভায় যোগদান করাইতেন। মৌলবী আবদুস সাত্তার সাহেব বি-এল, যিনি পরে

---

* তিনি রংপুর জেলার সৈয়দপুরে এন্তেকাল করেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন।

খান বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, একবার তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া নিজ বাসস্থানে একটি সভার আয়োজন করেন এবং উক্ত সভায় জনাব মৌলবী আবদুল লতীফ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। প্রথমদিন তিনি কিছু প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মুন্সেরী সাহেব বলিয়াছিলেন যে, "আমার বক্তৃতা শেষে আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব দিব।" এই কথা শুনিয়া তিনি চুপ হইয়া রহিলেন এবং সভা শেষে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না; বরং মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাদি আনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে হাকিকাতুল ওহী পুস্তক পাঠ করিয়া, তিনি বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িলেন। একদিন চরম ফয়সালার জন্য কাতরতার সহিত দোয়া করিয়া যখন তিনি কোরআন শরীফ খুলিলেন, তখন যে আয়াতে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল, তাহা এই—

يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من

ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم -

অর্থাৎ "হে আমার জাতি আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দাও এবং তাঁহার প্রতি ইমান আন, ফলে আল্লাহ্‌-তায়ালা তোমাদের সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে এক ভয়ঙ্কর আযাব হইতে আশ্রয় দিবেন।" এই আয়াতটিকে তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ বলিয়া বুঝিলেন। তাঁহার হৃদয় শান্ত ও নিশ্চিন্ত হইল। তিনি বয়েত ফরম পূরণ করিয়া হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ)-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

প্রফেসর মৌলবী আবদুল লতীফ সাহেবের বয়েত গ্রহণ করাতে শহরে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল এবং ব্যাপকভাবে তবলীগের রাস্তা

খুলিয়া গেল। মৌলবী মোবারক আলী সাহেব এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবার মানসে কেন্দ্র হইতে কয়েকজন উলেমাকে পাঠাইবার জন্য হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ)-এর খেদমতে দরখাস্ত করিলেন। হুজুর (রাজিঃ) হযরত মৌলানা সৈয়দ সরওয়ার শাহ সাহেব, হযরত চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মাদ সাহেব সৈয়াল এবং হযরত হাফেজ রওশন আলী সাহেব (রাজিঃ)-কে চট্টগ্রামে পাঠান। তাঁহারা আসিয়া সমস্ত শহরে জোরেশোরে তবলীগ আরম্ভ করিলেন। উপরোক্ত বুজুর্গগণের আগমন সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চৌধুরী এমদাদ আলী সাহেব (ইতিপূর্বে তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে) তাঁহাদের সেবার পুণ্য লাভের আশায় নিজের আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু স্ত্রীর অলঙ্কারাদি বন্ধক দিয়া চট্টগ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। যে বাড়ীতে মেহমানদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তিনি উহার প্রহরার কাজে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। কিন্তু বিশেষ দক্ষতার সহিত কর্তব্য করা সত্বেও শত্রুপক্ষ, যাহারা ক্ষতি সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, মেহমানদের ঘরে রাত্রিকালে আগুন লাগাইয়া দিল। দাউ-দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এমদাদ আলী সাহেব পাগলের মত আগুন নির্বাপিত করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং প্রতিবেশীগণকে চিৎকার করিয়া সাহায্যের জন্য ডাকিলেন। তাঁহার ডাক শুনিয়া কয়েকজন হিন্দু সাহায্যের জন্য আসিলেন। ফলে কেন্দ্র হইতে আগত আলেমগণ খোদার ফজলে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু আগুন নিভাইতে যাইয়া চৌধুরী এমদাদ আলী সাহেবের হস্ত দুইখানা দগ্ধ হইয়া গেল। সততা, পরোপকার এবং কর্তব্যপরায়ণতার ইহা একটি সত্যিকারের প্রশংসনীয় আদর্শ।

এই দুর্ঘটনার পর হইতে বিরোধিতা এত বৃদ্ধি পাইল যে,

গাড়ীঘোড়া পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহাদের পক্ষে যাতায়াত করা কষ্টকর হইয়া পড়িল। এমতাবস্থায় তাঁহারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামাত পরিদর্শন করিয়া কাদিয়ান চলিয়া গেলেন।

চৌধুরী আবুল হাশেম খাঁ সাহেব ও মৌলবী হোসামউদ্দিন হায়দার সাহেবের চেষ্টায় ১৯১৭ সনের অক্টোবর মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহ্‌মদী জামাতের প্রথম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই জলসা উপলক্ষে প্রতিটি গ্রাম্য জামাতে এক জন করিয়া ইমাম নিযুক্ত করিয়া জামাত সমূহকে সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকার "বাশারুক" গ্রামের ১৯ বৎসর বয়স্ক রহমত আলী সাহেব ১৯১৬ সনে বয়েত গ্রহণ করিয়া সিলসিলায় দাখিল হওয়ায়, তাঁহার মাতাপিতা তাঁহাকে বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। ফলে তিনি কাদিয়ানে যাইয়া দীনি এলেম শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

১৯২২-২৩ সনে মালকানা অঞ্চলে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলনের কবলে পড়িয়া হাজার হাজার মুসলমান যখন জবরদস্তিমূলকভাবে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল, তখন হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ) এই ভীষণ অত্যাচারকে প্রতিরোধ করিবার জন্য এক জরুরী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা কাদিয়ান শহরের অলিতে-গলিতে ঘোষণা করাইলেন যে, যে ব্যক্তি যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় তৎক্ষণাৎ সে যেন হুজুরের খেদমতে হাজির হয়।

মৌলবী রহমত আলী সাহেব ঐ সময়ে লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় রুটি খাইতেছিলেন। ঘোষণাকারীর মুখে ঘোষণা শ্রবণমাত্র তিনি হাতের রুটি ফেলিয়া তদবস্থায়ই হুজুরের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হুজুরের আদেশ পাইয়াই উহা পালনার্থে তিনি লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় সোজা মালকানা রওয়ানা হইয়া গেলেন। তিনি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লইবার জন্য নিজ বাসস্থানেও গেলেন না।

তিনি মালাকানায় সাধুর বেশে তাঁহার উপর আরোপিত কর্তব্য সমাপন করেন। খোদার ফজলে তিনি স্বীয় সদ্ব্যবহার ও সৎ আদর্শের দ্বারা জনগণকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার জন্য নির্ধারিত এলাকার সমস্ত মোরতেদ-দিগকে পুনরায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ সেবার জন্য হুজুর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন ও দোওয়া করিয়াছিলেন। হুজুরের নির্দেশানুযায়ী তিনি কাহারও নিকট খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। কাদিয়ান হইতে যাত্রার সময়ে তাঁহার সঙ্গে মাত্র ৩টি টাকা ছিল। তিনি দৈনিক এক পয়সার ছোলা, এক পয়সার ছাতু এবং এক পয়সার গুড় খাইতেন। কাদিয়ান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দীর্ঘ দিন যাবত বাংলায় অবৈতনিক ভাবে তিনি তবলীগের কাজ করেন। মৌলবী রহমত আলী সাহেব * ছাড়াও বাঙ্গালী বন্ধুদের মধ্যে মৌলবী জিল্লুর রহমান সাহেব, চৌধুরী আবুল আসেম খাঁ সাহেব, খান বাহাদুর চৌধুরী আবুল হাশেম খাঁ সাহেবও মালকানায় খেদমত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

ইংলণ্ড ও জার্মানীতে তবলীগ করিবার জন্য হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ)-এর নির্দেশ পাইয়া জনাব মোবারক আলী সাহেব ১৯১৯ সনে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড ও জার্মানীতে বিশেষ সততা ও কঠোর পরিশ্রমের সহিত ৬ বৎসর কাল ইসলাম প্রচারের কার্য করিয়াছিলেন। খোদাতায়ালার ফজলে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি পুনরায় চাকুরীতে বহাল হইয়াছিলেন।

মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ১৯২৬ সনে এন্তেকাল করেন। তাঁহার সময়ে বাংলা দেশে আহ্‌মদীয়াতের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

---

* তিনি ১৯৬০ সালে ঢাকায় এন্তেকাল করেন এবং আজিমপুর কবরস্থানে সমাধিস্থ হন।

তাঁহার এমারতকালে কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জিলা সমূহে জামাত স্থাপিত হয়। উহাদের সংখ্যা ছিল ২৬টি। মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের এন্তেকালের পরে চট্টগ্রাম নিবাসী প্রফেসার আবদুল লতিফ সাহেব আমীর নির্বাচিত হন। হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ) তাঁহাকে বয়েত গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল এই যে, হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ) ১৯২২ সনে কোরআন শরীফের প্রথম দশ পারার যে দরস দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত শামীল ছিলেন।

হুজুর প্রত্যেক দিন ঐ দরসের পরীক্ষা লইতেন এবং গৃহিত সকল পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী হযরত মৌলানা শের আলী সাহেব প্রথম এবং প্রফেসার আবদুল লতীফ সাহেব দ্বিতীয় এবং হযরত মৌলবী আবদুর রহীম দর্দ সাহেব তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা জনাব প্রোফেসার সাহেবের কোরআন শরীফের শিক্ষা লাভের পিপাসা এবং যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার এমারতের সময় ব্যবস্থাপনার দিক দিয়া জামাতের উন্নতি সাধিত হয়। জামাতের কার্য নির্বাহের জন্য ইমামের স্থলে সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার নিয়মানুযায়ী নির্বাচন দ্বারা প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী নিয়োগ প্রথা প্রচলিত হইল এবং প্রত্যেক মেম্বরের আমদানীর উপর বাজেট ধার্য করা আরম্ভ হইল। কেন্দ্রের বিজ্ঞাপন ও প্রচার পত্র বাংলায় ছাপা হইতে লাগিল। সাহিত্যাদির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর লিখা চশমায়ে মসিহী, ইমামুজ্জামান এবং ফার্সী ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতাদি বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা হইল।

এতদ্ব্যতীত বিরোধিপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রচারিত আপত্তি সমূহের

জওয়াব ইশতাহার এবং পুস্তক-পুস্তিকা আকারে দেওয়া হইতে লাগিল। "আল-হেদায়াত" নামে একটি মাসিক পত্রিকা কিছুকাল যাবত প্রকাশিত হইত।

তাঁহার এমারতকালে বিভিন্ন সময়ে সাহেবজাদা মির্ঞা শরীফ আহ্‌মদ সাহেব, খান সাহেব ফরজন্দ আলী সাহেব, (নাজের উমুরে আ'মা) মৌলবী আবদুল মুগনি সাহেব (নাজের বায়তুল মাল), হযরত ডাক্তার মুফতি মোহাম্মাদ সাদেক সাহেব, হযরত মৌলবী আবদুর রহীম দর্দ সাহেব, হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানি সাহেব, হযরত হাকিম কোরায়শী মোহাম্মাদ সাহেব তবলীগ এবং তরবিয়তের জন্য বাংলায় আসেন।

এই সমস্ত মহৎ ব্যক্তির মধ্যে হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানি সাহেব ১৯২৮—২৯ সনে প্রায় দেড় বৎসর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান করেন।

এই সময়ে একদিন হযরত পীর সাহেব চট্টগ্রাম টাউন হলে বক্তৃতা দেন। বিরোধী পক্ষীয়গণ ইট পাথর বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দেয়। ইহার ফলে হযরত পীর সাহেব আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যান এবং এইভাবে চট্টগ্রামের মাটি হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর এক বিশিষ্ট সাহাবীর পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হয়। আজ ইহারই ফল স্বরূপ খোদার ফজলে সেখানে এক বিরাট ও শক্তিশালী জামাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রোফেসার জনাব আবদুল লতিফ সাহেব ১৯৩০ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে এন্তেকাল করেন।* প্রোফেসার সাহেবের ওফাতের পর কলিকাতা নিবাসী হাকিম আবু তাহের সাহেব (যিনি কলিকাতার সিটি আমীর ছিলেন) প্রাদেশিক আমীর নিযুক্ত হন এবং তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে কলিকাতায় হেড কোয়ার্টার স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার সময়ে

* তিনি চট্টগ্রাম দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ আছেন।

নিম্ন বর্ণিত ৪টি স্থানে লোকাল আমীর নিযুক্ত করা হয়। যথা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বীর পাইকশা, বগুড়া এবং ভরতপুর। ৩ বৎসর পর ইহার মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জামাতেই কিছুকাল যাবৎ লোকাল এমারত সচল থাকে।

এই সময় ঢাকার জনৈক আহ্‌মদী বন্ধু, বন্ধুবর জনাব আবদুল লতিফ সাহেব চাকুরী ব্যাপদেশে বাঁকুড়ায় বদলী হন। তাহার নিকট হইতে আহ্‌মদীয়াতের কিছু সাহিত্য এই অধমের হস্তগত হয়। উহার মধ্যে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) প্রণীত চশমায়ে মসিহী-ও ছিল। ঐ পুস্তকের একটি বাক্য যথা "আমার যাহা কিছু মর্যাদা লাভ হইয়াছে, উহা শুধু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে পাইয়াছি" আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া যায়। আমার পিতা মরহুম মৌলবী জোহাদুর রহীম সাহেব, উকিল এবং আলেম ছিলেন। তাঁহার মহফিলে সর্বদা এই কথাটি শুনিতাম যে, হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অনুগমনকারী কখনও পথভ্রষ্ট হয় না। চশমায়ে মসিহী পুস্তকের উদ্ধৃত বাক্যটি পাঠ করা মাত্র মরহুম ওয়ালেদ সাহেবের কথা আমার স্মরণ হইল এবং আমার হৃদয়ে এই বিশ্বাস দৃঢ় ভাবে বিদ্ধ হইয়া গেল যে, এই ব্যক্তি সত্যবাদী এবং তাঁহার দাবী যাহাই হউক সব সত্য। প্রকৃতপক্ষে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর দাবী সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত আমি বিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই। ইহার দেড় মাসের মধ্যেই আমি বয়েত গ্রহণ করিয়া সিলসিলায় দাখেল হইবার সৌভাগ্য লাভ করি। ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই আবুল কাশেম মিয়া, আমার স্ত্রী জমিলা খাতুন ও আমার ভ্রাতা ডাক্তার মোহাম্মদ মুসা বয়াত করেন এবং বাঁকুড়ায় জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৫ সনে জনাব হাকিম আবু তাহের সাহেবের মৃত্যুর পর জনাব খান বাহাদুর আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী সাহেব প্রাদেশিক আমীর নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৩৬ সনে কলিকাতা হইতে ঢাকায় হেড কোয়ার্টার স্থানান্তরিত করেন।

চৌধুরী সাহেব প্রাদেশিক আমীর ছাড়াও কলিকাতার সিটি আমীর হইলেন। জামাতের মধ্যে চেতনা ও কর্মতৎপরতা জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি জামাত সমূহ পরিদর্শন করিয়া ফিরিতেন। তাঁহার সময়ে ফতেহ্ ইসলাম, আল ওসিয়াত এবং কিস্তীয়ে নূহ পুস্তক অনুবাদ হইয়া প্রকাশিত হয়।

এই সময় ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত প্রেমারচর গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী বন্ধু বয়েত গ্রহণ করিয়া সিলসিলায় দাখেল হইলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে তবলীগের কাজ যথেষ্টভাবে অগ্রগতি লাভ করে।

তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বন্ধুগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মৌলবী আবু মুসা ফজলুল করীম সাহেব, মৌলবী আবু তাহের সাহেব, মৌলবী মোনাওয়ার আলী সাহেব এবং মৌলবী তালেব হোসেন সাহেব।

সিলসিলার বর্তমান মুরুব্বি মৌলবী মোনাওয়ার আলী সাহেবের বয়েত গ্রহণের ঘটনা নিম্নরূপ। আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে তিনি যখন পড়শুনা করিতেছিলেন তখন এক রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযের পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, উত্তর পশ্চিম দিক হইতে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) আগমন করিতেছেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বহুলোক দাঁড়াইয়া আছে। হযরত আকদাস সকলকে বসিবার জন্য আদেশ দিলেন এবং নিজেও বসিলেন। মৌলবী মোনাওয়ার আলী সাহেব তাঁহার পশ্চাৎ দিকে বসিলেন। হুজুর আকদাস কথোপকথনের সময় নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম জানুর উপরে জোরে জোরে আঘাত করিলেন। ঐ শব্দে মৌলবী সাহেব জাগ্রত হইয়া পড়িলেন। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) এই রুইয়াতে তাঁহাকে একখানা ছোট পুস্তিকাও দিয়াছিলেন। তিনি তখন মৌলবী তালেব হোসেন সাহেবের বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িলেন। ইত্যবসরে মৌলবী তালেব হোসেন

সাহেব আসিয়া মৌলবী সাহেবকে জাগ্রত দেখিয়া তাঁহাকে জাগরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন। মৌলবী তালেব হোসেন সাহেব বলিলেন صدقت অর্থাৎ "আপনি সত্য বলিয়াছেন"। ইহার ২।৪ দিন পরেই মৌলবী মোনাওয়ার আলী সাহেব বয়েত গ্রহণ করিলেন এবং ইহার কিছু দিন পরে মৌলবী তালেব হোসেন সাহেবও বয়েত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে তিনি আহ্‌মদীয়াতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি একজন বড় আলেম ছিলেন এবং নিজ এলাকায় তাঁহার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। তিনি বলিতেন, "মৌলবীদের আমি ৪০টায় হালি গুণি"। তবলীগের আগ্রহ তাঁহার খুব বেশী ছিল। অবৈতনিক মুরুব্বি হিসাবে উৎসাহ ও সততার সহিত তিনি কিছুকাল সিলসিলার খেদমত করেন। নিজ বাসস্থান হইতে দুরে শাহবাজপুর গ্রামে ১৯৪৩ সনে তবলীগি সফর-কালে তিনি মারা যান। সেই স্থানেই তিনি সমাধিস্থ হন।

সিলসিলার মুরুব্বি জনাব মৌলবী মোমতাজ আহ্‌মদ সাহেব মরহুম সিলেট অঞ্চলের একজন জনপ্রিয় বড় আলেম ছিলেন। উপরুক্ত বন্ধুগণের তবলিগে তিনি আহ্‌মদী হইয়াছিলেন। বিরোধিগণ বিতর্ক সভায় কয়েকবার তাঁহাকে মারপিট করে; কিন্তু সাহসিকতা এবং সহাস্যবদনে তিনি তাহা সহ্য করেন।

মৌলবী আবু মুসা সাহেব এবং তাঁহার ভাই ত্রিপুরা ষ্টেটের বাল্লা গ্রামে একটি বড় জামাত কায়েম করিয়াছিলেন। জনাব আবু মুসা সাহেব একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। একদা জুমার খোতবায় কোন এক ঘোর বিরোধী ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "এই ব্যক্তি এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যাইবে।" পরিণামে তাহাই হইয়াছিল। এইরূপ আরও অনেক ঘটনা তাঁহার জীবনে সংঘটিত হইয়াছিল। দেশ বিভাগের পর বাল্লার জামাত দিনাজপুর জিলার আহ্‌মদনগর গ্রামে

হিজরত করিয়া আসে। পূর্ব পাকিস্তানে ইহা একটি সক্রিয় জামাত। মৌলবী আবু মুসা সাহেব ১৯৫৬ ইসাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এন্তেকাল করেন এবং সেইখানেই তিনি সমাধিস্থ আছেন।

খান বাহাদুর চৌধুরী আবুল হাসেম খাঁ সাহেবের এমারত কালে বহু সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে আহ্‌মদীয়াতের আদর্শের প্রচারণা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ১৯৩৮ সনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে মৌলানা মোহাম্মাদ সলিম সাহেব ২ দিনে অনবরত ১৮ ঘণ্টা আরবী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া জনসাধারণকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি আরবীতে বক্তৃতা প্রদান করিতে চাহেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আরবীতে বক্তৃতা প্রদান করিলে উপস্থিত জনসাধারণ উহা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু উপস্থিত মৌলবীদের জেদের কারণে তিনি আরবীতে বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু বক্তৃতা সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং মৌলবীগণ কিছুক্ষণ পরেই তাঁহাকে উর্দুতে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত আরবীতে বক্তৃতা দেন। সম্ভবতঃ মৌলবীগণ ধারণা করিয়াছিলেন যে, তিনি আরবীতে বক্তৃতা প্রদান করিতে পারিবেন না। কারণ তখন তিনি অল্প বয়স্ক যুবক ছিলেন।

ইহাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে আহ্‌মদীয়াতের একটা বিশেষ সাড়া পড়িয়া গেল। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ঈমান বর্ধক ঘটনা ঘটে, কিন্তু সময়াভাবে এখানে উহার উল্লেখ করা সম্ভব নহে।

ঢাকা দারুততবলীগ ঃ—১৯৩৯ সনে খান বাহাদুর আবুল হাসেম খাঁ চৌধুরী সাহেব হিজরত করিয়া কাদিয়ান চলিয়া যান।* বাংলা দেশ হইতে তাঁহার যাওয়ার পর মৌলবী মোবারক আলী সাহেব আমীর

---

* তিনি ১৯৪৬ ইসাব্দে এন্তেকাল করেন এবং কাদিয়ানের বেহেস্তী মোকবেরায় সমাধিস্থ আছেন।

নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার এমারত কালেই ঢাকার দারুততবলীগ খরিদ করা হইয়াছিল। সেইখানেই এখন প্রাদেশিক হেড কোয়ার্টার অবস্থিত আছে।

এই সময় মৌলবী জিল্লুর রহমান সাহেব স্বরচিত "হাদিস্থল মাহ্‌দী" নামক গ্রন্থে ২৪ পরগণার মৌলবী রুহুল আমীন সাহেবের লেখা পঞ্চম খণ্ডে বিভক্ত রদ্দে কাদিয়ানী নামক বই-এর দাঁত ভাঙ্গা জওয়াব দিয়াছিলেন। তবলীগের জন্য ইহা এক খানা বিশেষ সমাদৃত বই।

স্বাধীন হওয়ার পূর্বে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার আগুন যখন সমস্ত প্রদেশব্যাপি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, খোদার ফজলে তখন আমাদের জামাত সমষ্টিগত ভাবে ধনে প্রাণে নিরাপদে ছিল, এবং কলিকাতা দারুত তবলীগের নিরাপত্তার ঘটনা আল্লাহ্‌তায়ালার বিশেষ সাহায্য ও হেফাজতের এক আলৌকিক নিদর্শন ছিল। আমাদের আঞ্জুমান ও মসজিদ ১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দ্বিতলে অবস্থিত ছিল এবং ইহা জনৈক হিন্দুর বাড়ী ছিল। ঐ সময় আঞ্জুমানে মাত্র ৩জন আহ্‌মদী ছিলেন। যথা, মৌলবী সৈয়দ সায়ীদ আহ্‌মদ সাহেব, ইনস্পেকটার বায়তুল মাল, উড়িস্থার জনাব মাহমুদ সাহেব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জালালুদ্দীন সাহেব। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় দারুততবলীগ চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল। দাঙ্গার রূপ প্রকট আকার ধারণ করিয়াছিল। একদল হিন্দু মুসলমানদিগকে হত্যা ও নিধন করিতে করিতে দারুততবলীগের সম্মুখস্থিত একটি অ-আহ্‌মদীদের মসজিদকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল। অতঃপর তাহারা দারুততবলীগের দিকে ধাবিত হইল। উপরে বর্ণিত তিন বন্ধু, যাঁহারা দারুত তবলীগে আটক পড়িয়াছিলেন, লুকাইয়া এই সমস্ত লোমহর্ষক ঘটনা অবলোকন করিতেছিলেন। নীচের গেট্‌ ভাঙ্গিয়া সিঁড়ি বাহিয়া যখন একদল হিন্দু উপরে উঠিতে লাগিল, তখন এই তিন জন নিজেদের জীবনের শেষ মুহূর্ত মনে করিয়া খোদার সমীপে সিজদায় পড়িয়া গেলেন এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লার হাতে নিজদিগকে

সমর্পন করিয়া কাতর ভাবে ক্রন্দনরত অবস্থায় দোওয়া করিতে লাগিলেন, "হে খোদা তোমা বিনে আর কেহ রক্ষা কর্তা নাই। আমরা নিজ-দিগকে তোমার হাতেই সমর্পন করিতেছি।" এমন সময় তাহাদের কর্ণে শব্দ ভাসিয়া আসিল দাঙ্গাকারীদের কেহ বলিতেছে, "এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নাই। যদি কেহ এখানে থাকত, তাহলে এতক্ষণ তার প্রমাণ পাওয়া যেত। বরং অন্য দিকে চল, কাজ হবে।" অতঃপর সিজদারত অবস্থাতেই তাঁহারা অনুভব করিলেন যে, দাঙ্গা-কারীদের মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়া গেল। তাহারা সেখান হইতে কলরব করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। এই ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্য ও সহযোগীতায় আমাদের তিন জন বন্ধু এবং দারুত তবলীগের সম্পত্তি রক্ষা পাইল। এই ঘটনা ১৯৪৬ সনের ১৭ই আগষ্ট তারিখে ঘটিয়াছিল। ইহার পর ১৯৪৭ সনে দেশ বিভক্ত হয়।

এই সময়ে সমস্ত বাংলায় মোট পঞ্চাশটি আঞ্জুমান ছিল। তন্মধ্যে ১৫টি হিন্দুস্তানে পড়িল এবং অবশিষ্ট ৩৫টি পূর্ব পাকিস্তানে পড়িল। ব্যবসায় এবং চাকুরী উপলক্ষে কতক বন্ধু ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে আসিলেন এবং এই লিখকও উহাদের মধ্যে অন্যতম ছিল এবং চট্টগ্রামে আসে। দেশ বিভাগের সময় সারা বাংলায় প্রায় পাঁচ হাজার আহ্‌মদী ছিলেন। তন্মধ্যে প্রায় এক হাজার হিন্দুস্তানে রহিয়া গেলেন।

১৯৪৯ সনের নভেম্বর মাসে খান সাহেব জনাব মোবারক আলী সাহেব অসুস্থতা নিবন্ধন হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ)-এর সম্মতি ক্রমে এমারতের দায়ীত্ব হইতে মুক্ত হইলেন। অতঃপর হুজুর এই অধমকে প্রাদেশিক আমীর নিযুক্ত করেন।

এই অধম ১৯৪৯ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর হইতে ১৯৫৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত এমারতের দায়িত্বে ছিল। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে উক্ত সময়ের ঘটনা সমূহ হইতে মাত্র ২টির উল্লেখ করিব। ১৯৫২ সনে আহ্‌রার

এবং মৌলানা মৌদুদীর ফেৎনা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। আহ্‌মদীদিগকে অমুসলমান সংখ্যা লঘু সাব্যস্ত করিবার জন্য তাহারা সেই বৎসর অক্টোবর মাসে নিখিল পাকিস্তান মোসলেম লীগের ঢাকা অধিবেশনে এক প্রস্তাব পাশ করিবার আয়োজন করিল। তাহাদের এই প্রচেষ্টা দৃষ্টে পূর্বাহ্নেই হুজুর আকদাস মৌলবী আবদুর রহীম দর্দ সাহেব এবং মৌলানা জালাল উদ্দিন শামস, সাহেবকে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা অধিবেশনের পূর্বেই রবওয়া ফিরিয়া যান। খোদার ফজলে জামাতের বন্ধুগণ এই সময়ে বিশেষ উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আন্তরিকতার সহিত কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় বই পুস্তকাদি প্রনয়ন ও মুদ্রন করিলেন। জামাতের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক নেতাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। আহ্‌রারী এবং মৌদুদীপন্থিদের ষড়যন্ত্র এবং আহ্‌মদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে তাহাদের মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ সমূহ খণ্ডন করিয়া সত্য ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদিগকে অবহিত করিলেন। মুসলিমলীগের কনফারেন্সের একদিন পূর্বে মেম্বরগণের সঙ্গে দেখা করা হইল। তাঁহাদের একাংশ ওয়াদা করিলেন যে, আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে কাফের এবং সংখ্যা লঘুর প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, তাঁহারা উহার বিরোধিতা করিবেন। তাঁহারা আরও বলিলেন যে, ইসলামের উপর আমলকারী এবং ইসলামকে সমস্ত পৃথিবীময় প্রচারকারী কেবল আহ্‌মদীগণই আছেন। তাঁহাদিগকে যদি কাফের এবং সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করা হয়, তবে পৃথিবীতে মুসলমান কে থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানে মৌলবীরা যাহা ইচ্ছা করুন; কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ডে এই প্রকার অসভ্য এবং অশান্তিমূলক তৎপরতা সহ্য করা হইবে না।

এই উপলক্ষে যে সমস্ত পুস্তকাদি প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহা আহ্‌মদীগণ কনফারেন্সের এক দিন পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের মেম্বরদের মধ্যে এবং

ঠিক কনফারেন্সের দিন সকালে নির্দিষ্ট হলের গেটে প্রত্যেক পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের সকল প্রবেশকারী মেম্বরকে বিতরণ করে। যে সকল পুস্তিকা বিতরণ করা হয় উহাদের নাম যথা, ১। আগগর ভট্টির নিবেদন, ২। পাকিস্তানের সৃষ্টি এবং আহ্‌মদীয়া জামাত, ৩। পাকিস্তান কোন পথে, ৪। আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম, ৫। খাতামান্নবীয়ীন।

যাহারা হলে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে আমাদের ৫ খানি পুস্তক। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত মেম্বরগণ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ব্যাপার কি?" প্রকৃত ঘটনা জানিবার পর তাহাদের উপর ইহার এমন প্রভাব পড়িল যে, দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে যিনি আহ্‌মদীদিগকে সংখ্যা লঘু সাব্যস্ত করিবার জন্য প্রস্তাব দিতে চাহিয়াছিলেন তিনি স্বয়ং ঢাকা হইতে পলায়নপর হইলেন। এইভাবে সেই অজ্ঞাত কুলশীল প্রস্তাব দিনের আলো দেখিবার পূর্বেই আত্ম-গোপন করিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এইরূপ ঃ—১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সনে পূর্ব পাকিস্তানে ভীষণ ঝড় এবং প্রলয়ঙ্কর বন্যা-কবলিত হইয়া হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর ১৯০৬ সনে প্রদত্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) বলিয়াছিলেন, "নুহ (আঃ)-এর জামানার দৃশ্য তোমরা স্বচক্ষে দেখিবে।"

উপর্যুপরি দুই বৎসর পূর্ব পাকিস্তানের ১৪টি জিলা বন্যা-কবলিত হইয়াছিল এবং সমানে ৪০ দিন যাবত চতুর্দিকে কেবল পানি দেখা যাইত। জনসাধারণের কষ্টের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। দুইবারেই ভয়াবহ বন্যার সময়ে প্রত্যেকের মুখে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে শুধু এই কথাই উচ্চারিত হইল যে, "ইহা নুহের প্লাবন।" প্রসিদ্ধ ইংরাজী মাসিক রীডার্‌স ডাইজেষ্ট পত্রিকায় "নুহের প্লাবন" শীর্ষক দিয়া একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। দুইটি বন্যাই বিরাট জাতীয়

বিপদরূপে দেখা দিয়াছিল। সংবাদপত্রে বন্যার খবর পাইয়াই হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (রাজিঃ) বন্যাগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য তারযোগে অর্থ সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন। ঐ অর্থ দ্বারা বন্যা প্লাবিত স্থান সমূহে ব্যাপকভাবে সাহায্যের কাজ করা হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পুস্তিকাকারে বিপুল পরিমাণে ছাপাইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হইয়াছিল।

এই উপায়ে আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ মনোনীত এবং প্রেরিতের মারফৎ দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণীকে দিনের আলোর ন্যায় পূর্ণ করিলেন এবং জনসাধারণ মহাপ্লাবন দুইবার করিয়া স্বচক্ষে দেখিলেন এবং নূহের প্লাবন মুখে উচ্চারণ ও স্বীকার করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিতের সত্যতাকে প্রমাণ করিল।

খোদার ফজলে ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানে আহ্‌মদীদের সংখ্যা ছয় হাজারে পৌঁছিয়াছিল এবং প্রদেশের সর্বত্র জামাত স্থাপিত হইয়াছিল।

বর্তমানে জামাতের সংখ্যা ৭০। ইহা ছাড়া একক ভাবে সারা প্রদেশের স্থানে স্থানে আহ্‌মদী ছড়াইয়া আছে।

এই অধমের পরে চৌধুরী খোরশেদ আহ্‌মদ সাহেব ১৯৫৫ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর হইতে ১৯৫৭ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রাদেশিক আমীর ছিলেন। ১৯৫৬ সনের জুন মাসে পশ্চিম পাকিস্তানে জামাতের কয়েকজন মুনাফেক খেলাফৎ বিরোধি এক আন্দোলন সুরু করিল। তাহাদের কেহ কেহ এই ফেতনাকে পূর্ব পাকিস্তানে বিস্তার দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের আহ্‌মদীগণের হৃদয় খেলাফতের সহিত এমন সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত যে, তাহারা এখানকার কোন একজন আহ্‌মদীকেও বিচলিত করিতে পারিল না। বরং তদবিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি জামাত এবং প্রত্যেকটি আহমদী এই আন্দোলনের প্রতি ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ

করিল এবং খেলাফতের প্রতি অটল বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি জানাইল। চৌধুরী খুরশীদ আহ্‌মদ সাহেবের পরে ১৯৫৭ হইতে ১৯৬২ সনের ১৫ জুলাই পর্যন্ত জনাব শেখ মাহ্‌মুদুল হাসান সাহেব প্রাদেশিক আমীর ছিলেন। তাঁহার এমারত কালে কেন্দ্র হইতে কয়েকবার সিলসিলার এবং সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার, তহ্‌রীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জদীদের পক্ষ হইতে বড় বড় আলেম, সিলসিলার নাজের, উকিল ও নাজেম পূর্ব পাকিস্তানে আগমন করিয়াছিলেন। উহাতে জামাতগুলি বহুদিক দিয়া উপকৃত হইয়াছে। ১৯৬২ সালে নিগরান বোর্ডের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় উচ্চ কর্মকর্তার এক প্রতিনিধিদলকে সদর হইতে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠান হইয়াছিল; তাঁহার মধ্যে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) এর একজন সাহাবী জনাব কুদরাতুল্লাহ্ সনওয়ারী সাহেব নিজ ব্যয়ে আগমন করিয়াছিলেন।

তিনি প্রায় এক মাস প্রদেশের আঞ্জুমান সমূহে সাফল্যজনক ভাবে ভ্রমণ করেন। তাঁহার আদর্শ এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় জামাতের মধ্যে ঈমানের উন্নতি এবং সৎকর্মে প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল। এই সফরের সময়ে যখন তিনি কিছুদিনের জন্য আহ্‌মদনগরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি আমাদের জন্য শিক্ষামূলক এবং অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপিত করিয়াছিলেন। উক্ত সময়ে আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতা, জামাতের নিজামের আজ্ঞানুবর্তিতা, ধর্মকে দুনিয়ার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের হৃদয়গ্রাহী আকাঙ্খা এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সহানুভূতির জলন্ত নিদর্শন ছিল। ঘটনাটি এইরূপ। সেদিন ১৫ই মে ইদুল আজহার দিবস ছিল। ইদের নামাজ পড়া হইয়া গিয়াছে; আমরা কেহ কেহ তখনও মসজিদে বসিয়া ছিলাম। এমন সময় ঢাকার আমীর মাহমুদুল হাসান সাহেবের নিকট হইতে রেডিওগ্রাম যোগে এই সংবাদ আসিল যে, "হযরত মৌলবী সাহেবের বিবি কোয়েটায় অত্যন্ত পীড়িত আছেন এবং তাঁহার অবস্থা

সঙ্কটাপন্ন। তাঁহার ছেলের ইচ্ছা যেন তিনি অতি শীঘ্র ফিরিয়া যান। রেডিওগ্রাম পাঠ করিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি প্রথমে খোদার নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া লই।" অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকিবার পরে বলিলেন, "আমি কেন্দ্রের পক্ষ হইতে কাজে নিযুক্ত হইয়াছি, অতএব কেন্দ্রের আদেশ ছাড়া একপদও আমি নড়িতে পারি না। হইতে পারে আমি স্ত্রীকে দেখিবার জন্য চলিয়া গেলাম, কিন্তু আমার পৌঁছিবার পূর্বে তিনি মারা যাইতে পারেন এবং আমি তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইতে পারি। অপর দিকে কেন্দ্রের আদেশ অমান্য করার জন্যও কিয়ামতের দিনে দোযখে নিক্ষিপ্ত হইব। আবার ইহাও হইতে পারে যে, আমি কেন্দ্রের আদেশ পালন করিলাম এবং আমার বিবিও জীবিত রহিলেন ও তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎও হইল।" অতএব তিনি জনাব আমীর সাহেবকে তার করিলেন, "আমার ছেলেকে বলিয়া দিন, যদি আমার ফিরিয়া যাওয়া আবশ্যক হয়, তবে সে যেন কেন্দ্রে লিখে। সে আমাকে কেন লিখে?" ইহার পর তিনি নিজ সফর নিয়মিতভাবে করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার সফর প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিলে কেন্দ্র হইতে যথা নিয়মে ফিরিবার আদেশ আসিল এবং তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি ফিরিয়া যাইয়া তাঁহার স্ত্রীকে সুস্থ পাইলেন। তিনি যখন আহ্‌মদনগরে আমার গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহার উপর এলহাম হয়—

اذا جاء نصر الله والفتح

এতদ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাই জানাইয়াছিলেন যে, শীঘ্র তাঁহার সাহায্য ও বিজয় আসিতেছে।

সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত এই ঘটনা সমহ ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের

আহ্‌মদীয়াতের ইতিহাসে আরও শত শত ঈমান বর্ধক ঘটনা রহিয়াছে, যাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। বাংলায় আহ্‌মদীয়াতের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর তিন জন সাহাবীর দ্বারা করা হইয়াছিল এবং পুণ্যার্থে হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর একজন মহৎ সাহাবীর উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া সমাপ্ত করিলাম। সর্বশেষে আমি বন্ধুগণের নিকট দোওয়ার আবেদন করিতেছি, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন সারা পূর্ব পাকিস্তানকে উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অচিরে আহ্‌মদীয়াতের আলোকে আলোকিত করিয়া দেন। আল্লাহুম্মা আমীন। সুম্মা আমীন।

সমাপ্ত

প্রকাশক—
ওয়াকফে জদীদ,
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া রাবওয়ার পক্ষ হইতে
মুহাম্মদ শামসুর রহমান,
এল. এল. বি. (লণ্ডন), বার-এট-ল,
জেনারেল সেক্রেটারী,
পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া,
৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা-১

মুদ্রাকর—
এস. ইউ. খান
শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২